W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 117 / WBHRC/SMC/2018

Date: 25. 09. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Eaisamay,' a Bengali daily dated 24.09.2018, the news item is captioned ' এক নামে ভিন্ন ওষুধ, ড্রাগ কন্টোলে রোগী'.

Controller of Drugs, West Bengal is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 30th October, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

দু'টির অভিযোগ পেয়ে মিলল পাঁচটি এমন ওষুধ

এক নামে ভিন্ন ওষুধ, ড্রাগ কন্ট্রোলে রোগী

অনির্বাণ ঘোষ

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলেন একটি ওষুধ। সেটি ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ সারায়। তবে দোকানদার যে ওষুধটা রোগিণীকে দিয়েছিলেন, সেটি আদতে কৃমিনাশক। আজব ব্যাপার হল, দুটো ওষুধেরই ব্র্যান্ডনেম এক!

স্বাভাবিক কারণেই 'ভুল' সে ওষুধ খেয়ে রোগ সারেনি কসবার বাসিন্দা ওই রোগিণীর। উল্টে ডায়েরিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁর। কাহিল হয়ে ফের চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পর বোঝা যায়, বিপত্তিটা ঠিক কোথায়। অসুস্থ শরীরে অযথা আরও হয়রানির শিকার হয়ে ভোগান্তির একশেষ হয়েছিল সোনালি চৌধুরী নামে বছর পঞ্চাশের ওই রোগিণীর। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেই তিনি ব্যাপারটা লিখিত অভিযোগের আকারে জানান রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলে। খোঁজখবর নিতে গিয়ে ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষ আবার দেখেন, দু'টি নয়, পাঁচ-পাঁচটি আলাদা ওষুধ বিক্রি হচ্ছে ওই একই ব্র্যান্ডনেমে। প্রতিটি কোম্পানিই অখ্যাত।

বিষয়টির মীমাংসা অবশ্য হয়নি। কেননা, ড্রাগ কন্ট্রোলার অভিযোগকারিণীকে জানিয়ে দেন, ব্র্যান্ডনেম দেখার বিষয়টি তাঁদের এক্তিয়ারে পড়ে না। সেটা দেখার দায়িত্ব পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের। যদিও তা অস্বীকার করে পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ ফের বল ঠেলেছেন ড্রাগ কন্ট্রোলের কোর্টে। ফলে দুই সরকারি সংস্থার এই চাপানউতোরের মধ্যে ব্যাপারটার সমাধান তো হয়ইনি। উল্টে ওই পাঁচটি ব্র্যান্ড সারা দেশের অসংখ্য ওষুধের দোকানে বিক্রি হচ্ছে এখনও। ফলে ঠিক নেই, কবে কোন রোগী ফের সোনালির মতো একই সমস্যার শিকার হন। হতাশ সোনালি অগত্যা নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাহায্যে শুরু করেছেন প্রচার।

ফার্মাকোলজি বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানাচ্ছেন, যে পাঁচটি ওষুধ বিক্রি হচ্ছে 'মেডজোল' নামের অভিন্ন ব্র্যান্ডনেমে, সেটি অপ্রয়োজনে খেলে অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হতে পারে। সোনালিরও তাই হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'হাতে ছত্রাকঘটিত

এক নামের একাধিক ওষুধ — এই সময়

ফার্মাকোলজি বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানাচ্ছেন, যে পাঁচটি ওষুধ বিক্রি হচ্ছে 'মেডজোল' নামের অভিন্ন ব্র্যান্ডনেমে, সেটি অপ্রয়োজনে খেলে অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হতে পারে

সংক্রমণের জন্য ডাক্তারবাবু মেডজোল-২০০ খেতে দিয়েছিলেন। তবে দোকানদারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাইপো আমাকে মেডজোল-৪০০ দিয়ে বলেছিলেন অর্ধেক করে খেতে। কিন্তু ওষুধটা খেয়ে আমার ডায়েরিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরে জানতে পারি, ওটা সম্পূর্ণ অন্য রোগের ওষুধ।'

তাঁর বক্তব্যের রেশ ওষুধবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ স্বপন জানার গলায়। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজির শিক্ষক-চিকিৎসক স্বপন বলেন, 'এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ মেডজোল-২০০ আসলে ইট্রাকোনাজোল যা একটি অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ। অর্থাৎ ছত্রাকের সংক্রমণ সারায়। কিন্তু ভদ্রমহিলার অভিযোগ মোতাবেক জানতে পারছি, মেডজোল-৪০০ আদতে অ্যালবেন্ডাজোল যা একটি ওয়ার্মিসাইডাল ওষুধ। অর্থাৎ কৃমি মারে। এই ওষুধ খেলে সাধারণত ১২ ঘণ্টার মাথায় লুজ-মোশন শুরু হয়।' তিনি জানান, বাকি তিনটি ওষুধের মধ্যে এস-ওমিপ্রাজোল ও প্যান্টোপ্রাজোল অম্বল সারানোর ওষুধ এবং মেট্রোনিডাজোল এক ধরনের অ্যানারোবিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ। সোনালির দায়ের করা অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়ে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলার স্বপন মণ্ডল বলেন, 'মেডজোল নামের যে ব্র্যান্ডনেম নিয়ে বিতর্ক, সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে ইট্রাকোনাজোল, এস-ওমিপ্রাজোল, অ্যালবেন্ডাজোল, মেট্রোনিডাজোল ও প্যান্টোপ্রাজোল— এই পাঁচ ধরনের ওষুধ রয়েছে। এবং পাঁচটি ওষুধই আলাদা আলাদা রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলে নথিভুক্ত। কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই।' তাঁর দাবি, ব্র্যান্ডনেমের বিষয়টি দেখা ড্রাগ কন্ট্রোলের কাজ নয়। তা দেখার দায়িত্ব পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের। 'আমরা দেখি, যে যৌগ বা রাসায়নিকের মিশ্রণ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে একটি ওষুধে, তার মধ্যে সেই ওষুধগুলি যথাযথ গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে কিনা,' মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগ কন্ট্রোলারের।

একই সুর শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্তাদের। পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের কর্তাদের অবশ্য পাল্টা দাবি, তাঁরা ব্র্যান্ডনেমে সিলমোহর দেন বটে। কিন্তু একই ব্র্যান্ডনেমে আলাদা ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব ড্রাগ কন্ট্রোলের। যদিও একই ব্র্যান্ডনেমের আবেদন জানালে কেন তাঁরা সেই অনুমোদন দেন, তার ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেননি। দেশের কন্ট্রোলার জেনারেল (পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক) ওপি গুপ্তার অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বারংবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি, জবাব দেননি একাধিক টেক্সট মেসেজেরও। সোনালি চৌধুরীর অবশ্য দাবি, তাঁর অভিযোগের জবাবেও ওপি গুপ্তা দায় ঠেলেছেন ড্রাগ কন্ট্রোলের দিকে। ফলে ওষুধের দোকানে যোগ্য ফার্মাসিস্টের অনুপস্থিতিতে আমজনতার বরাতে কী রয়েছে, তা নিয়ে আদৌ কাটছে না ধন্ধ।